

# ব্রণের আত্নাদ

শাহীনা বেগম

## ভ্রূণের আর্তনাদ

অশ্বকার। অশ্বকারের পর অশ্বকার। তিন তিনটি পর্দার অশ্বকার।<sup>[১]</sup> এই অশ্বকারেই আমার জন্ম, পৃথিবীর আলোয় আসার অপেক্ষায়। আমি প্রথমে ছিলাম ছোট্ট একটি বিন্দু, নিষিক্ত শুক্ৰবিন্দু। তারপর শুধুই এক বিন্দু রক্ত, জমাটবাঁধা রক্তবিন্দু, রক্তপিণ্ড।<sup>[২]</sup> এ বিন্দু থেকেই আমার যাত্রা শুরু। ধীরে ধীরে আমি বেড়ে উঠছি প্রতিনিয়ত। আমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা কতখানি যত্ন, কতখানি সাবধানতার সাথে আমাকে এখানে রেখেছেন, তা অনুভব করে আমি অবাক হই আর কোটি কোটি বার বলি, ‘আলহামদুলিল্লাহ।’ আমার যেন কোনো ক্ষতি না হয়, কষ্ট না পাই তার জন্য কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! বাইরের শীত, গ্রীষ্ম, দুঃখ-কষ্ট, অভাব, অনটন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিছুই যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য আবরণের পর আবরণ। মায়ের পেটের চামড়া, তার নিচে গর্ভাশয়ের আবরণ আর তার ভেতরে আমাকে জড়ানো বিল্লির আবরণ। তিন তিনটি আবরণ। তাই তো এত জমাট অশ্বকার। ঘুটঘুটে রাত্রির অশ্বকার।

আমার শরীরে পুষ্টির যেন কোনো অভাব না হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ বেছে নিয়েছেন আমার মাকে। মায়ের জরায়ুকে করেছেন আমার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আধার।<sup>[৩]</sup> তার শরীরের পুষ্টি থেকেই আমার পুষ্টি। এখন এক রক্তচোষা জেঁকের

---

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৬

[২] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১৪

[৩] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১৩ (তফসির আহসানুল বায়ান)

মতো মায়ের জরায়ুতে আটকে থেকে তারই রক্ত চুষে আমি পরিপুষ্ট হচ্ছি, বড় হচ্ছি, বিন্দু বিন্দু করে।<sup>[১]</sup>

মা আমার এখনো বুঝে উঠতে পারেননি, তিনি যে ধারণ করে আছেন আমাকে। আহা বেচারি মা! আমাকে ধারণ করার জন্য কত কষ্টই না তাকে ভোগ করতে হবে! দীর্ঘ নটা মাস! খাওয়ার কষ্ট, অরুচির কষ্ট, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বমির কষ্ট, চলাফেরার কষ্ট, ব্যথার কষ্ট, ঘুমের কষ্ট, আরো কত কী! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ‘তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে।’<sup>[২]</sup> তাই তো আমার মাকে আমি প্রথম দিন থেকেই প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসতে শুরু করি, সারাক্ষণ ভালোবাসি, আর ভালোবাসি সারা দিনমান।

ধীরে ধীরে বড় হচ্ছি আমি। এরই মধ্যে একদিন আমার আদরের মা তার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেন আমার অস্তিত্ব। আর তার কষ্টও বাড়তে থাকে একটু একটু করে। মা যখনই আমার জন্য কষ্ট পান, তখনই মন চায়, সমগ্র সত্তা দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরি, অঙ্গুলি চুমো দিয়ে রাঙিয়ে দিই তাকে। আর চিৎকার করে বলতে মন চায়, ‘মা ভালোবাসি, ভালোবাসি তোমাকে, খুব খুব ভালোবাসি।’ মাকে আমি আদর করে বলতে থাকি, ‘প্লিজ মা, ধৈর্য ধরো। এই তো মাত্র নটা মাস। দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে, মা। এই কষ্টের, যন্ত্রণার পুরস্কার তোমাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই একদিন দেবেন। কোনো কষ্টই বৃথা যাবে না, মা।’

এক এক করে দিন যায়, সপ্তাহ যায়, আমি অবাধ হয়ে অনুভব করি, কোথায় যেন একটু সমস্যা হয়েছে। আমার উপস্থিতিতে মা বিচলিত কেন এমন? কী এক দুশ্চিন্তায় সারাক্ষণ অস্থির মা আমার। মা আমি আসছি, তুমি খুশি হওনি? টের

[১] সুরা আলাক, আয়াত : ২; অভিধানে العلق-এর তিনটি অর্থ রয়েছে। যথা : জমাট রক্ত, জেঁক ও বুলন্ত বস্তু। যদিও কুরআনের আয়াতে العلق দ্বারা জমাট রক্ত বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তিনটি অর্থই এই আয়াতের সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। কেননা, ভ্রূণ প্রথমে জমাট রক্তের আকারে থাকে। সে হিসেবে এটা জমাট রক্ত। এরপর সে জেঁকের মতো মায়ের রক্ত খেয়ে বড় হতে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা জেঁকের মতো। এরপর সে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে দুনিয়াতে আগমন করবে কি না, সেটা বুলন্ত থাকে আল্লাহর ফয়সালার ওপর। আল্লাহর নির্দেশ হলে তবেই ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গ আকৃতি লাভ করে, নয়তো তা নষ্ট হয়ে যায়। এ দিক থেকে এটা বুলন্ত বস্তু।—শারয়ি নিরীক্ষক

[২] সুরা লুকমান, আয়াত : ১৪

পেলাম, আমার অস্তিত্ব মাকে খুশিতে উচ্ছল করছে না, ভাসিয়ে দিতে পারছে না আনন্দের বাঁধভাঙা জোয়ারে। মনে হয় কী যেন এক শঙ্কায় ডুবে থাকেন সারাক্ষণ! আমি আদর করে মাকে বলতে থাকি, ‘মা, আমার ভালো মা, আমার সোনার টুকরো মা, তোমার সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলো, হাসিখুশি থাকো। সুন্দর সুন্দর চিন্তা করো, ভালো ভালো কাজ করো, তবেই আমি সুস্থ মনের অধিকারী হতে পারব। তোমার দুশ্চিন্তার প্রভাব আমার কচি মনে কুৎসিত ছায়া ফেলবে যে, মা! মা, আমাকে সুস্থ-সবল-নীরোগ জন্মাতে তোমার অনেক সাহায্য দরকার, মা! প্লিজ মা, তুমি হাসিখুশি থাকো, প্রফুল্ল থাকো।’ কিন্তু আমার কোনো কথাই মা শুনছেন না। সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকেন, দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবে থাকেন যেন। অহর্নিশ যাতনার আয়না তার বিমর্ষ মলিন এই চেহারা। মনে হয় সামনে অনেক বড় কোনো বিপদ আসছে; তাই বুঝি মা আমার এত চিন্তিত, এত আতঙ্কিত!

প্রথম দিকে বুঝে উঠতে পারিনি; কিন্তু এখন বুঝি, কোন ভয়ে মা এত ভীত, শঙ্কিত। দু-কন্যার জননী আমার মা। আমার আগে আমার আরো দুই বোন, কোনো ভাই নেই। মা ভয় পাচ্ছেন, যদি মেয়ে হয় এবারও! আর তাই লজ্জায়, ভয়ে কাউকেই জানাতে পারছেন না, এমনকি বাবাকেও না। মা একা একা ভাবেন আর ভাবেন। প্রতিটি মুহূর্ত হাবুডুবু খাচ্ছেন ভাবনার সাগরে, যার নেই কোনো কুলকিনারা। কী করবেন? কী করা উচিত এখন? কী হচ্ছে? কী হতে চলেছে? কপালে যে কী আছে, কে জানে!

শেষে একদিন বাবাকে কিছু না জানিয়ে মা একলাই চলে গেলেন ডাক্তারের কাছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে যে, আমি ছেলে না মেয়ে। মা আমার আদরের মা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, ছেলে হলে রাখবেন, নতুবা রাখবেন না। আমি বুঝতে পেরে চিৎকার দিয়ে উঠি, ‘মা, মেরো না, আমাকে মেরো না। মা, আমার ভালো মা, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না, কোনো কষ্ট দেবো না। আমাকে বাঁচতে দাও, আমি পৃথিবী দেখতে চাই। সুন্দর এই পৃথিবীতে বুক ভরে শ্বাস নিতে চাই। আলো-বাতাস, ফুল-ফল, পশু-পাখি, বরনা-নদী, সাগর-পাহাড়— সব দেখতে চাই। রিমঝিম বৃষ্টিতে ভিজতে চাই, শরতের কাশফুল হাতে নিয়ে নদীর পাড়ে ছুটোছুটি করতে চাই। সবুজ ধানক্ষেতে দেখতে চাই বাতাসে দোলানো ঢেউয়ের খেলা। মা, আমি ময়ূরের নাচ দেখতে চাই, শুনতে চাই কোকিলের গান। মা, আমি দাদীর কোলে বসে মজার মজার গল্প শুনতে চাই, ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামাবাড়ি যেতে চাই, আমার ফুটফুটে বোন দুটির সাথে কানামাছি খেলতে চাই।

কেঁকড়া চুলের লম্বা বেণী দুলিয়ে হাজার বার দড়িলাফ খেলতে চাই, মা। বাবার হাত ধরে স্কুলে যেতে চাই, মাগো। বৃষ্টির দিনে আচমকা স্কুল বন্ধে গান গেয়ে নেচে উঠতে চাই—‘আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই আজ আমাদের ছুটি!’ সব চাই মা, আমি সব চাই। এই ঘটঘুটে আঁধারে এখনো কোনো আলো দেখিনি আমি, দেখিনি কোনো রং। মা, আমি আকাশে সাত রঙের রংধনু দেখতে চাই। জোছনা রাতে বনে বনে ঘুরতে চাই, সমুদ্র সৈকতে বসে আকাশের ঐ মিটিমিটি তারার সাথে কথা কইতে চাই। লাল গোলাপ, হলুদ গাঁদা, নীল অপরাঞ্জিতা দেখতে চাই। ক্লচুড়া, পলাশ, শিমুল, জব্বুলের রঙে রাঙাতে চাই নিজে। না হয় হলোই মা তোমার তিন মেয়ে, তাই বলে নিষ্ঠুর পাষণের মতো মেরে ফেলবে আমায়? কী করে পারলে তুমি এটা চিন্তা করতে? বোকা মা, নিষ্ঠুর মা! শুনছি জাহেলি যুগে শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত তাদের বাবারা। কখনো তো শুনিনি, কোনো মা তার সন্তানকে হত্যা করেছে! মা নিজে না খেয়ে মেয়েকে খাওয়ায়, সন্তানকে বাঁচানোর জন্য মা নিজে ডুবে মরে। আর তুমি? এত নিষ্ঠুর! মা, তুমি তো মা জাতির কলঙ্ক!

মা, তুমি কি জানো না, আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন কন্যার মা-বাবা সম্পর্কে কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, কারো যদি তিনটি বা দুটি কন্যাসন্তান থাকে আর সে যদি তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং আদর-যত্নের সাথে বড় করে তোলে, তবে আল্লাহ সেই বাবা-মায়ের জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে দেবেন।<sup>[১]</sup> আর সেই বাবা-মা জান্নাতে থাকবে সুয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একেবারে পাশে।<sup>[২]</sup> সবচেয়ে আনন্দের খবর কী জানো? ওই কন্যারা তাদের বাবা-মায়ের জন্য জাহান্নামের বিপরীতে ঢাল হবে।<sup>[৩]</sup> এমন কি মাত্র একজন কন্যাসন্তান প্রতিপালনের জন্যও এরকম পুরস্কার রয়েছে।<sup>[৪]</sup> কারো কন্যা না থাকলে বোনকে যদি সে এভাবে লালনপালন করে তার জন্যও রয়েছে এমন প্রতিদান!<sup>[৫]</sup> কত দাম কন্যাসন্তানের! আর তুমি কিনা...!

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৫১৪৭; জামি তিরিমিযি : ১৯১৬; মুসনাদু আহমাদ : ১১৩৮৪; আল-আদাবুল মুফরাদ : ৭৯

[২] সহিহ ইবনু হিব্বান : ৪৪৭; জামি তিরিমিযি : ১৯১৪

[৩] সহিহ বুখারি : ১৪১৮; সহিহ মুসলিম : ২৬১৯; মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪০৩; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬৬৯

[৪] মুসতাদরা'কুল হাকিম : ৭৩৪৬; মুসনাদু আহমাদ : ৮৪২৫; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৫৪৪০

[৫] জামি তিরিমিযি : ১৯১৬; মুসনাদু আহমাদ : ১১৩৮৪; মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৩৪৪৮

যদি কোনো অভিভাবক জাহ্নামিও হয়ে যায়, তবে ঐ সব কন্যা, যাদেরকে আল্লাহর কথামতো প্রতিপালন করা হয়েছিল, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের অভিভাবকদের জাহ্নামে নিয়ে যাওয়া হয়। এর চেয়ে বড় মুক্তি, বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে! কই, কোনো ছেলেসন্তানের ব্যাপারে তো এমন সুখবর শুনিনি কখনো! তবু আমাদের সমাজে ছেলেদেরই সমাদর। ছেলেরাই সংসারের মধ্যমণি, সকলের মাথার মুকুট।

আলট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে বলা হলো—বোঝা যাচ্ছে না, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। শুনাই মায়ের বুকটা কেঁপে ওঠে। ‘বোঝা যাচ্ছে না’ মানেই তো ‘মেয়ে’। ওরা কি কিছু লুকোচ্ছে আমার কাছ থেকে? রিপোর্ট হাতে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে করতে ছুটলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললেন, ‘যদি কিছু করতেই হয়, তবে তা এখনই। এখন তো সামান্য একটু রক্তপিত্ত ছাড়া আর কিছু নয়, কোনো রিস্কও থাকবে না। ভয় পাবেন না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।’ কিছু ওষুধ লিখে দিলেন খাওয়ার জন্য আর বললেন, ‘সাত দিনের মাঝেই ঠিক হয়ে যাবে আশা করি, যদি না হয় কিছু টেস্ট লিখে দিলাম, রিপোর্টগুলো নিয়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এক সকালে চলে আসবেন।’ মা বৃকের ভেতরের প্রচণ্ড কাঁপন সংযত করে ভীত কণ্ঠে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ছেলে নাকি মেয়ে তা নিশ্চিত হতে আর কত সময় লাগবে?’ ‘আরো মাস দেড়েক। ততদিনে বড় হয়ে যাবে, আমরা তখন কিছুই করতে পারব না,’ ডাক্তার জানালেন।

ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরলেন মা। বাবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন সেগুলো। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মা ফ্রিজের ঠান্ডা এক গ্লাস পানি আর ওই ওষুধগুলো নিয়ে বসলেন। ওগুলো নাড়াচাড়া করছেন আর ভাবছেন, ‘কী করা যায়? যদি ছেলে হয়! ছেলেটিকে মেরে ফেলব?’ ভাবেন আর ভাবেন, ‘রাখব, না ফেলব?’ স্থির হতে পারছেন না, কী করবেন। গ্লাসের পানিটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মা আমার।

এভাবেই কটা দিন পার হয়ে গেল। প্রতিরাতেই ওষুধগুলো নিয়ে মা নাড়াচাড়া করেন। আর চিন্তা করেন, ‘এখনই খেয়ে নেব নাকি? মা যখনই ওষুধগুলো হাতে নেন, আমি ডুকরে কেঁদে উঠি, ‘মা, খেয়ো না, খেয়ো না, আমাকে বাঁচতে দাও। আমি শুধু একটু রক্তপিত্ত নই, ডাক্তার তোমাকে ভুল বলেছে। আর ডাক্তার যা-ই বলুক মা, তুমি তো বুঝতে পারছ আমি নিরোট একটা জড় পদার্থ নই; আমার মাঝে

শীঘ্রই প্রাণ সঞ্চার হবে। আমি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছি, বেড়ে উঠছি। আমাকে বাঁচতে দাও।’

মায়ের ‘ছেলে না মেয়ে’—এই চিন্তা করার অবসরে আমি আরো একটু বড় হলাম আর আল্লাহ তাআলার কাছে সারাক্ষণ প্রার্থনা করে চললাম, ‘আল্লাহ, তুমি আমার মাকে জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, সুমতি দাও। সে যেন এই ঘট্য অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে, তার হাতকে যেন আমার খুনে না রাঙায়—এত বড় কবিরী গুনাহ করে মা যেন তোমার ভয়ংকর অসন্তোষের কারণ না হয়, আখিরাতে জান্নাত থেকে দূরে সরে না যায়, জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শিখা যেন তাকে টেনে নিয়ে না যায় অতল অশ্বকার গছুরে।’

মা সারাদিন দুই মেয়ে, স্বামী, শাশুড়ি, রান্নাবান্না, ঘর গুছানো, বাজার করা আর বুয়া নিয়ে এত বেশি ঝামেলায় ব্যস্ত থাকার পরও, এক মুহূর্তের জন্যও আমার অস্তিত্বের কথা ভুলতে পারেন না, সারাক্ষণ কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে তার মনে। ‘ছেলেও তো হতে পারে’ এই আশায় বুক বেঁধে নিশ্চুপ আছেন। এছাড়া ব্যস্ততার কারণেও আমার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবসর করে উঠতে পারেন না মা। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু হয়ে ফোমের নরম বিছানায় ক্লান্ত শরীর এলানোর সাথে সাথেই চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গিয়ে রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে জড়ো হয় তার মনে। সারারাত এপাশ-ওপাশ করেন। উঠে হাঁটহাঁটি করেন। একবার পানি খান তো আরেকবার পানি দেন মাথায়। আবার হয়তো ওয়াশরুমে যান। সারারাত নির্ধুম কাটে তার। বাবার ঘুম ভেঙে যায় একসময়, জিজ্ঞেস করেন, ‘কী হলো তোমার?’ মা বলেন, ‘কিছু না, ঘুম আসছে না।’ ভোর রাতের দিকে চোখ একটু লেগে এলেই ভয়ংকর সব দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে থাকেন বিছানায়। অন্তরাত্তা কেঁপে ওঠে, ঘেমে-নেয়ে ওঠেন এসির হিমশীতল ঠাণ্ডা ঘরেও। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় জিহ্বা, তালু, গলা—সব। বরফঠাণ্ডা পানিও মেটাতে পারে না সেই অপার্থিব তৃষ্ণা। দুঃস্বপ্ন দেখার ভয়ে মা জেগে থাকেন জোর করে। মায়ের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায় এটা মনে করে যে, এই একই স্বপ্ন আগের দু-মেয়ের বেলাতেও দেখতেন নিয়মিত। মা দেখেন, তার ঘরে সাপ ঢুকেছে, সাপ কোলে করে বসে আছেন, সাপকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। কী ভয়ংকর সব স্বপ্ন! ঘুমোবার আগে সুন্দর সুন্দর সব দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টা করেন, গাছভরা কল্পচূড়া, রাখাচূড়া ফুল ফুটে আছে, আকাশ আলো করে লাল পলাশ তার চারিদিকে, বাগানভরা গোলাপ ফুল, শরতের আলো ছড়ানো নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেড়ার পাল, আরো কত কী! কিন্তু তারপরও ঘুরেফিরে